দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 DEC 1992
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

82

09

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু করুন

১৯৮৯-৯১ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী '৯২ মাসে। কৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা অতঃপর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যাহার যাহা পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। বাংলাদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এইসব নবাগত ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাস যথাসময়ে শুরু করিয়া দেয়। এমনকি দাংগা বিক্ষুব্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও সেশনজট দূরীকরণের লক্ষ্যে যথাসময়ে ক্লাস শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ইহার ব্যতিক্রম। তাহাদের ভর্তি প্রক্রিয়াই শেষ হইবে ডিসেম্বর '৯২-এর ৬ তারিখে। প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কবে নাগাদ এই নবাগতদের ক্লাস শুরু করিবেন তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও শুনা যাইতেছে যে, নভেম্বর '৯৩-এর আগে তাহারা নূতন ১ম বর্ষের ক্লাস শুরু করিবেন না। অথচ জুলাই '৯১ হইতে এইসব ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাস শুরু হওয়া উচিত ছিল। এদিকে বিত্তবানদের জন্য নূতন স্থাপিত উত্তর-দক্ষিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গেল যে, তাহাদের ক্লাস শুরু হইবে জানুয়ারী '৯৩ হইতে। যাহারা গতবার এইচ,এস-সি পাস করিয়াছে এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারে নাই এবং এইবার যাহারা এইচ,এস-সি পরীক্ষা পাস করিল তাহারা উত্তর-দক্ষিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাইবে এবং এই সকল ছাত্র-ছাত্রী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত নূতন ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের চাইতে শিক্ষাক্ষেত্রে ১ বছর জ্যেষ্ঠ হইয়া যাইবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হইতেই সময় নিল ১ বছর, ভর্তির পর ক্লাস শুরু হইতে লাগিবে আরও প্রায় ১ বছর এবং এইচ,এস-সি পরীক্ষা পিছানোতে সময় গেল ৬ মাস। অর্থাৎ মোট প্রায় ২½ বছর সময় এসব ছাত্র-ছাত্রীর মূল্যবান শিক্ষাজীবন হইতে হারাইয়া গেল। তাহার পর ইহাদের জীবনে বিত্তের জোরে শিক্ষার্থীদের জ্যেষ্ঠতা লাভের কারণে চরম হতাশা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বৈষম্য নিয়া আসিবে যাহা জাতির জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। কাজেই উত্তর-দক্ষিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরুর সাথে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত নূতন ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস শুরু করার জন্য একজন উৎকণ্ঠিত অভিভাবিকা হিসাবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও মাননীয়া শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

—মনোয়ারা বেগম, উত্তর গোড়ান, ঢাকা।